بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৫ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় গযওয়ায়ে বদরুল্ মওয়েদ এবং গযওয়ায়ে দূমাতুল্ জান্দালের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ দু'টি গযওয়ার উল্লেখ করব। প্রথমত **গযওয়ায়ে বদরুল মওয়েদ** যা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। যদিও কোন্ মাসে সংঘটিত হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একে **গযওয়ায়ে বদরুস্ সানীয়্যা, বদরুল্ আখেরা এবং বদরুস্ সুগরাও** বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসে ১৫০০ সাহাবী নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধাভিযানের পটভূমি হলো, আবু সুফিয়ান বিন হারব উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরত যাওয়ার সময় উচ্চৈঃস্বরে এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরুস্ সাফরায় তোমাদের সাথে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে, আমরা সেখানে তোমাদের সাথে লড়াই করব। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) স্বয়ং কিংবা হযরত উমর (রা.)-কে দিয়ে বলিয়েছিলেন যে, **তাকে বলো, ইনশাআল্লাহ্।** মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত কূপ হচ্ছে বদর, যেটি সাফরা ও জার উপত্যকার মাঝখানে এবং মদীনার দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।

আবু সুফিয়ান যদিও বড় গলায় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল সে ততই যুদ্ধ না করার পাঁয়তারা করছিল। তবে সে বাহ্যত এমন ভান করছিল যেন সে এক বিরাট সেনাদল নিয়ে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর পাশাপাশি সে নুআয়েম নামক এক ব্যক্তিকে বিশটি উটের প্রলোভন দেখিয়ে মদীনায় প্রেরণ করে, সে মদীনায় পৌঁছে কাফিরদের রণপ্রস্তুতি সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে ও অতিরঞ্জিত করে বলে এবং চরম ভীতি প্রদর্শন করতঃ তাদের সাথে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেয়। তার কথায় দুর্বল কিছু মুসলমান সাময়িকভাবে প্রভাবিত হলেও নিষ্ঠাবান ও আত্মত্যাগী মুসলমানরা তার কথায় প্রভাবিত না হয়ে মহানবী (সা.)-কে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার বিষয়ে নিজেদের দৃঢ় অবস্থানের কথা নিশ্চিত করেন।

মহানবী (সা.) কাফিরদের শত্রুদলের সংবাদ পেয়ে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল (রা.)-কে, আরেক বর্ণনামতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলী (রা.)'র হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দেন। মুসলমানরা নিজেদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাহ্যতঃ মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের সেনাদলের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও নিজেদের সাথে বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার কারণে এটি অনুমান করা যায় যে, তাদের বিশ্বাস ছিল আর মহানবী (সা.)ও হয়ত আল্লাহ্র কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন যে, হয় আবু সুফিয়ান এ যুদ্ধের জন্য আসবে না আর যদি আসেও

তাহলে খোদা তা'লা তাদেরকেই জয়ী করবেন এবং সে সময়ে অর্থাৎ যিলক্বদ মাসের শুরুতে যেহেতু সেখানে প্রতিবছর মেলা বসতো তাই সেই মেলায় নিজেদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে তারা লাভবান হতে পারবেন।

যাহোক, মুসলমানরা যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায়, কিন্তু অপরদিকে আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতাদের বলে যে, আমরা নুআয়েমকে পাঠিয়েছি যেন সে মদীনায় গিয়ে মুসলমানদের ভয় দেখায়। আমরা প্রাথমিকভাবে এক অথবা দুই রাতের জন্য বের হবো। যদি মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য না আসে তাহলে আমরা বলে দিব যে, তারা যুদ্ধের জন্য আসেনি তাই আমরা জয়ী হয়েছি আর যদি মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য আসে তাহলে আমরা এ কথা বলে ফিরে আসব যে, এটি আমাদের দুর্ভিক্ষের বছর, যুদ্ধের জন্য যেহেতু স্বচ্ছলতার সময় অধিক উপযোগী তাই সুদিন ফিরে এলে যুদ্ধ করা যাবে। কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের পরামর্শ পছন্দ করে এবং ২০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে যাত্রা করে। মক্কা থেকে কেবলমাত্র ২২ কি.মি. দূরে **মাররুয্ যাহরান** উপত্যকায় গিয়ে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য নেতারা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মক্কায় ফেরত যাওয়ার ঘোষণা দেয়। এদিকে মহানবী (সা.) বদর প্রান্তরে পৌঁছে আট রাত অবস্থান করেন। মুসলমানরা মেলায় ক্রয়বিক্রয় করেন। অতঃপর তারা বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফেরত আসেন আর এভাবে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায় আর কাফিরদের মনোবল আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বদরের কতক ব্যবসায়ী মেলার পর মক্কায় গিয়ে আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের দৃঢ়তার বিষয়ে অবগত করলে কাফিররা নিজেদের ভীরুতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন হাদীস, ইতিহাসগ্রন্থ এবং সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকের আলোকে উক্ত অভিযানের বিভিন্ন আঙ্গিক উপস্থাপন করে মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের দৃঢ় মনোবল, সাহস এবং খোদার প্রতি তাঁদের গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি সুস্পষ্ট করেন।

পরবর্তী যুদ্ধাভিযান **গযওয়ায়ে দূমাতুল্ জান্দাল** যা পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এটি মদীনা থেকে প্রায় ৪৫০ কি.মি. উত্তরে সিরিয়ার সীমান্ত-সংলগ্ন স্থান ছিল, প্রাচীনকালে মদীনা থেকে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রায় ১৫ থেকে ১৭ দিন সফর করতে হতো। বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দুই ছেলে দূমা অথবা দূমান এর নামে এখানকার নামকরণ করা হয়েছে। ইতিহাসে এই নামকরণের অন্যান্য কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। এখানেও অনেক বড় বাণিজ্যিক হাট বসত। এটি প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল, যেটি মদীনা থেকে এত দূরে রোম সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের সাথে করা হয়; যারা সিরিয়ার সীমান্ত নিকটবর্তী একটি স্থানের অধিবাসী ছিল। এ যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট হলো, মুসলমানদের সাথে বারবার পরাজয় এবং মুসলমানদের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে ইসলামের শত্রুরা এমন কোনো সুযোগের সন্ধানে ছিল যে, কীভাবে ইসলাম এবং মুসলমানদের মূলোৎপাটন করা যায়। সে অনুযায়ী মদীনার একেবারে উত্তরে সিরিয়ার সীমান্ত নিকটবর্তী একটি স্থান দূমাতুল জান্দালের চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলো ইসলামি রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। তারা সাধারণত অরাজকতা

সৃষ্টি করে সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক কাফেলাকে লুট করত। মহানবী (সা.) এসব সংবাদ শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দূমাতুল জান্দালের গোত্রগুলো কোনো বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে মদীনায় আক্রমণের পূর্বেই উত্তম হবে যদি তাদের এলাকায় পৌঁছে তাদেরকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া যায়, যাতে তারা আর মদীনায় আক্রমণ করতে না পারে এবং বাণিজ্যিক কাফেলাও নিরাপদে সিরিয়ায় যাতায়াত করতে সক্ষম হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহানবী (সা.) ১০০০ সাহাবীকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন। তাঁরা রাতের আঁধারে সফর করতেন এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। লাগাতার ১৫-১৬ দিন যাত্রার পর মুসলমান সৈন্যদল দূমাতুল জান্দালে পৌঁছে বুঝতে পারে যে, এখানকার লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন দিকে সটকে পড়েছে। তথাপি মহানবী (সা.) নিজের রীতি অনুযায়ী সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন আর চতুর্দিকে ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন, কিন্তু কারও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। এরপর তিনি (সা.) সবাইকে নিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন। এ যুদ্ধাভিযান পরিণামের দিক থেকে অনেক ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে প্রথমত সমগ্র আরব ভূখণ্ড সম্পর্কে মুসলমানরা ধারণা লাভ করেন। অনুরূপভাবে এ যুদ্ধাভিযানের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, আরবদের এই ভীতি দূর করা যে, তারা কখনো রোম সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, 'পুনরায় দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শান্তি যা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) স্বীয় যুগে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন আর তাঁর আগমনের প্রকৃত এবং ইসলামের শিক্ষাও মূলত এটিই। সবকিছু আল্লাহ্‌র কৃপায়ই ঠিক হতে পারে। বাহ্যত মনে হচ্ছে, বিশ্ববাসী এখন নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এছাড়া পশ্চিমাবিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এটি আরও বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে। এজন্য মুসলমানদের নিজেদের মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এটি অনুধাবনের তৌফিক দিন। মুসলমান দেশগুলোতেও, যেমন সুদান প্রভৃতি দেশে মুসলমানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছে, তাদের জন্যও দোয়া করুন। তারা ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে নিজেদের ভাইদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। একারণেই অমুসলমানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের সুযোগ পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের আমিত্ব ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা পূরণ করার পরিবর্তে দেশ ও জাতির সেবক এবং শান্তি বিঘ্নিতকারী হওয়ার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বানান, আমীন'।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত